NOV. 17 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ .....

চবিতে নতুন উপাচার্য নিয়োগ

শিক্ষকদের মধ্যে চলছে চরম অসন্তোষ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপ-উপাচার্য নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে চ. বি'র শিক্ষক রাজনীতিতে বিরাজ করছে তীব্র অসন্তোষ। নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন উপ-উপাচার্য দায়িত্ব গ্রহণ করলেও চ. বি-তে বিরাজমান সংকট নিরসনে সাদা প্যানেলের প্রভাবশালী কয়েকজন শিক্ষকের অসন্তোষের কারণে তার এ মিশন বেশ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন। অবশ্য নতুন উপ-উপাচার্য প্রফেসর মো. শামসুদ্দিন চ. বি-তে বিরাজমান সংকট নিরসনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

প্রসঙ্গত ছাত্রলীগের ডাকা অবরোধ কর্মসূচির ফলে গত প্রায় ১০ দিন ধরে চ. বি. কার্যত অচল হয়ে আছে। চ. বি প্রশাসন এরই মধ্যে আলোচনার প্রস্তাব দিলেও ছাত্রলীগ তা প্রত্যাখ্যান করে অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত রাখে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক সূত্র জানায়, সরকার চ. বি. আইন ১৯৭৩-এর ১৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. শামসুদ্দিনকে ৪ বছরের জন্য চ. বি-র প্রো-ভিসি পদে নিয়োগ প্রদান করেন। অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফের স্থলাভিষিক্ত হয়ে নতুন উপ-উপাচার্য গত ১৩ই নভেম্বর দুপুরে তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন বলে ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে, উপ-উপাচার্য হিসেবে ড. মো. শামসুদ্দিনের অপ্রত্যাশিত নিয়োগে, চ. বি'র জামাত-বিএনপি সমর্থিত 'সাদা প্যানেলে' বিরাজ করছে তীব্র অসন্তোষ। নাম প্রকাশ না করার শর্তে চ. বি'র প্রভাবশালী একজন সিন্ডিকেট সদস্য বলেন, ওপর থেকে যেহেতু নির্দেশ এসেছে তা তো আমাদেরকে মানতে হবে। তবে চ. বি-র অচলাবস্থা নিরসনে তার উপস্থিতি বিশেষ কোন ভূমিকা রাখতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে আমি সন্দিহান। উল্লেখ্য, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকালে ১৯৯১ সালে ক্রাশে বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি থাকায় নতুন উপ-উপাচার্যকে সাদা প্যানেলের কয়েকজন শিক্ষক মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারছেন না।

ওদিকে, নতুন উপ-উপাচার্য ড. মো. শামসুদ্দিন চ. বি-র অচলাবস্থা নিরসনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি 'সংবাদ'-কে বলেন, সৎ নিষ্ঠা ও ন্যায়নীতির মাধ্যমে তিনি তার দায়িত্ব সম্পাদন করবেন। এছাড়া সরকারের সাথে সুসম্পর্ক রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ও এর মূল লক্ষ্য অর্জনেও সচেষ্ট থাকবেন বলে জানান।

উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি

চ. বি সচল করে অবিলম্বে পরীক্ষা গ্রহণ করতে গত ১৪ই নভেম্বর সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যানারে উপাচার্যকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এতে বিরাজমান সংকট নিরসন করতে অবিলম্বে শিবির ও ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করারও দাবি জানানো হয়।